যুবলীগ নেতা সম্রাটকে কুমিল্লা থেকে গ্রেপ্তার

কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম থেকে যুবলীগ নেতা ইসমাইল চৌধুরী সম্রাট কে গ্রেফতার করেছে র্যাব। র্যাবের মুখপাত্র সারোয়ার বিন কাসেম এই খবর নিশ্চিত করেন ।

সুনির্দিষ্ট মামলায় তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে র্যাব। তবে মামলার বিস্তারিত বলতে রাজী হননি র্যাবের এই কর্মকর্তা।

তাকে ঢাকায় নিয়ে আসা হবে বলে জানাচ্ছেন কর্মকর্তারা।

বাংলাদেশে গত কয়েক সপ্তাহ ধরে অবৈধ ক্যাসিনো-সহ নানা দুর্নীতির বিরুদ্ধে চলা অভিযান চলছে এবং এই পুরো সময়টা ধরেই আলোচনার শীর্ষে ছিলেন এই যুবলীগ নেতা।

একদিনে বাংলাদেশের স্থানীয় গণমাধ্যমগুলোতে প্রায় প্রতিদিনই সম্রাটের অবস্থান এবং কর্মকাণ্ড নিয়ে নানা ধরণের প্রতিবেদন প্রকাশ হয়েছে।

এমপি ডেস্ক

৪ লাখ মানুষের জন্য ৪ জন ডাক্তার!

আকতারুজ্জামান গাংনী:
মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের অবকাঠামোগত উন্নয়ন হলেও চিকিৎসক না থাকায় কাঙ্খিত চিকিৎসা সেবা পাচ্ছেন না গাংনী উপজেলাবাসি। বারবার চিকিৎসক চেয়ে সংশ্লিষ্ঠ দপ্তরে চিঠি পাঠানো হলেও সে দাবী অপূর্ন থেকে গেছে। গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স সুত্রে জানা গেছে, কমপ্লেক্সটি ২০০৮ সালে ৩১ শষ্যা থেকে ৫০ শষ্যায় উন্নিত করা হয়।

হলেও অপেক্ষা করতে হচ্ছে ঘন্টার পর ঘন্টা। সকাল ৮ টা থেকে দুপুর ১২ পর্যন্ত কয়েকশো রোগী দেখেন একজন স্যাকমো। সেখানেও নানা বিড়ম্বনার শিকার হতে হচ্ছে সেবা প্রত্যাশীদের।

কয়েকজন রোগীর স্বজন জানান,জরুরী বিভাবে জরুরী রোগীদের সেবা না দিয়ে সাধারণ রোগীদের চিকিৎসা দেয়া হয় ফলে অত্যান্ত জরুরী রোগীরা সেবা পায়না । ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষা করতে হয়। সড়ক দুর্ঘটনায় মারাত্নক জখম হয়ে জরুরী বিভাগে অপেক্ষামান স্কুল ছাত্র ফয়সাল জানায়, আধাঘন্টা ধরে জরুরী বিভাগে বসে আছি।

হাত-পা কেটে রক্ত ক্ষরণ হচ্ছে তবুও চিকিৎসা পাইনি। অবশেষে ক্লিনিকে গিয়ে চিকিৎসা নিতে হয়েছে। জরুরী বিভাবে কর্মরত স্যাকমো সর্দি-কাশির চিকিৎসা নিয়ে ব্যাস্ত ছিলেন। আমাদের দিকে তাকিয়েও দেখেননি। আউট ডোরে একজন করে মেডিকেল অফিসার ডিউটিতে থাকার কথা থাকলেও তিনি থাকেন ২য় তলায়।

ডাক্তার ডেকে আনতে হয় মোবাইল করে। খাতা কলমে মেডিকেল অফিসার আউটডোরে ডিউটিতে থাকলেও ডাক্তার খুজে পাইনা রোগীরা। অনেক রোগীকে নিরাশ হয়ে চলে যেতে হয় প্রাইভেট ডাক্তারের কাছে। এব্যাপারে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্রে পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্মা ডাঃ মাহাবুবুর রহমান জানান, এখানে চিকিৎসক সংকট দির্ঘদিনের।

দু’একজন ডাক্তার এখানে আসলেও মেহেরপুরসহ বিভিন্ন যায়গায় নিয়ে চলে যান ডেপুটিশনে। বার বার আমি ডাক্তার চেয়েছি কিন্তু কোনো সাড়া পাচ্ছিনা। তবে চলতি বছরে কয়েকজন ডাক্তার পাবো বলে আশায় বুক বেধে আছি।

ফেনসিডিলসহ রফিকুল ও পুলিশ কনস্টেবল আটক

চুয়াডাঙ্গার জীবননগর থেকে ফেনসিডিল সহ পুলিশ কনস্টেবল খায়রুল ইসলাম (৩৪) কে আটক করেছে বিজিবি। এ সময় তার সহযোগী রফিকুল ইসলাম
(৩৮) কেও আটক করা হয়।

উদ্ধার করা হয় ৫৭ বোতল ভারতীয় নিষিদ্ধ ফেনসিডিল। শুক্রবার সন্ধ্যায় জীবননগর উপজেলার শিংনগর গ্রাম থেকে তাদেরকে আটক করা হয়। আটককৃত পুলিশ কনস্টেবল খায়রুল ইসলাম মেহেরপুর শহরের ঈদগাহা পাড়ার মৃত আব্দুর রাজ্জাকের ছেলে। সে বর্তমানে খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশে কর্মরত আছেন।

আর রফিকুল ইসলাম সিংননগর গ্রামের ওয়াছেদ আলীর ছেলে। রফিকুল ইসলাম চুয়াডাঙ্গার স্থানীয় দৈনিক নতুন খবর পত্রিকার সম্পাদক আসাদুজ্জামান আসাদের ছোট ভাই। বিজিবি জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ৫৮ বিজিবির একটি দল শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে জীবননগর উপজেলার সিংনগর গ্রামে একটি বাড়িতে অভিযান চালায়।

এ সময় ওই বাড়ি থেকে ৫৭ বোতল ভারতীয় নিষিদ্ধ ফেনসিডিল সহ আটক করা হয় পুলিশ কনস্টেবল খায়রুল ইসলাম ও তার সহযোগী রফিকুল ইসলামকে। স্থানীয় রাজাপুর বিওপির নায়েক সুবেদার হুমায়ন কবির জানান, ফেনসিডিল সহ পুলিশ কনস্টেবলের সাথে আটক হওয়া রফিকুল চুয়াডাঙ্গা থেকে প্রকাশিত দৈনিক নতুন খবরের প্রকাশক সাদেকুর রহমান বকুল ও সম্পাদক আসাদুজ্জামান আসাদের ছোট ভাই।

পত্রিকা সম্পাদকের ভাই এ দাপটে সে দীর্ঘদিন ধরে মাদকের ব্যবসা চালিয়ে আসছিল। ঝিনাইদহের খালিশপুর ৫৮ বিজিবির সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম খাঁন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, আটককৃত পুলিশ কনস্টেবল খায়রুল ও সহযোগী রফিকুলকে মামলা দিয়ে রাতেই জীবননগর থানাতে সোর্পদ করা হয়েছে।

দর্শনা প্রতিনিধিঃ

আবারো মেহেরপুরের বহিস্কৃত কারারক্ষী ঝিনাইদহে মাদক সহ

আটক

৭ মাসের ব্যাবধানে আবারো মাদক দ্রব্য সহ ঝিনাইদহ ডিবি পুলিশের হাতে আটক হয়েছেন মেহেরপুরে জেলা কারাগারের বহিস্কৃত কারারক্ষী হুসাইন কবির। দিন দিন মাদক ব্যাবসায় জড়িয়ে পড়ছে কারারক্ষীরা। এর আগে মেহেরপুর শহরের বামন পাড়া পন্ডের ঘাট এলাকা থেকে ফেনসিডিল সহ আলভি আহমেদ নামের এক কারারক্ষী সদর থানা পুলিশের হাতে আটক হয়। গত বুধবার ঝিনাইদহ জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) এর হাতে চুয়াডাঙ্গা জেলার জীবননগর উপজেলার নিধিকুন্ডু গ্রামের মৃত মেসের আলীর ছেলে হুসাইন কবির (২৫) আটক হয়। এ সময় তার দেহ তল্লাসী চালিয়ে ১৫০ পিস ইয়াবা উদ্ধার করে। আটককৃত হুসাইন কবির মেহেরপুর জেলা কারাগারের কারারক্ষী ছিলেন। এখন সাময়িক বরখাস্ত আছেন।

ঝিনাইদহ গোয়েন্দা পুলিশের ওসি আনোয়ার হোসেন জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে খবর পেয়ে জেলা গোয়েন্দা পুলিশের একটি দল বুধবার সকালে সদর উপজেলার লাউদিয়া গ্রামে অভিযান চালায়। অভিযান কালে হুসাইন কবিরকে আটক করা হয়। এ সময় তারা তার দেহ তল্লাসী চালিয়ে ১৫০ পিস ইয়াবা পাওয়া যায়। খবর নিয়ে ডিবি পুলিশ জানতে পারে হুসাইন কবির মেহেরপুর জেলা কারাগারের বরখাস্তকৃত কারারক্ষী। এ ব্যাপারে তার বিরুদ্ধে সদর থানায় একটি মাদক আইনে মামলা হয়েছে।

এ বিষয়ে মেহেরপুরের জেল সুপার কামরুল হুদা জানান, হুসাইন করিব এর আগে ঝিনাইদহ জেলা কারাগারের কারারক্ষী ছিলেন। সেখান থেকে সাময়িক বরখাস্তকৃত হয়ে মেহেরপুর জেলায় এসেছেন। মেহেরপুর থাকাকালে হুসাইন কবির বরখাস্ত হয়নি। ঝিনাইদহের জেলার নিজাম উদ্দীন জানান, স্ত্রীর দায়ের করা মামলায় হুসনাইন কবির ঝিনাইদহে কর্মরত থাকাবস্থায় সাময়িক ভাবে বরখাস্ত হয়েছেন। তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা চলমান।

উল্লেখ্য: চলতি বছরের গত ১৭ ফেব্রুয়ারী ফেন্সিডিল সহ আলভি আহম্মেদ নামে এক কারারক্ষীকে আটক করে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ। রবিবার শেষ বিকালে মেহেরপুর শহরতলীর পন্ডেরঘাট এলাকা থেকে তাকে আটক করা হয়। মেহেরপুর থানার এসআই মোমিন জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পুলিশের একটি দল নিয়ে মেহেরপুর শহরতলীর পন্ডেরঘাট এলাকায় অভিযান চালানো হয়। এসময় পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে আলভি আহম্মেদ পালানোর চেষ্ঠা করে। এ সময় পুলিশ তাকে ২ বোতল ফেন্সিডিল সহ আটক করে। আটক আলভি আহম্মেদ সাতক্ষীরা জেলার ভালুকা গ্রামের আমিনুর রহমানের ছেলে। তিনি মেহেরপুর জেল কারাগারে

কারারক্ষী পদে চাকরিরত আছেন।

নিজস্ব প্রতিনিধি:

আওয়ামী লীগ কমিটিতে এক পরিবারের ১৭ জন

ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাবের পরিচালক এনামুল হক ভূঁইয়া এনু ও রুপন ভূঁইয়া গত মঙ্গলবার র্যাবের হাতে নগদ ১ কোটি ৫ লাখ টাকা এবং ৭২০ ভরি স্বর্ণালঙ্কারসহ গ্রেফতার হয়েছেন।

এই দুই ভাই শুধু ক্যাসিনো পরিচালনার সঙ্গেই যুক্ত নয়, তারা এলাকা নিয়ন্ত্রণ করতেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এ জন্য তিন ভাই, দুই ভাতিজাসহ একই পরিবারের ১৭ জন আওয়ামী লীগের স্থানীয় পর্যায়ের বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করছেন। এনামুল হক ভূঁইয়া এনু গে ◌ারিয়া থানা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ও রুপন ভূঁইয়া যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক। আরেক ভাই রশিদুল হক ভূঁইয়া ওয়ারী থানা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি।

ভাতিজা তানিম হক ৪১ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ও বাতেনুর হক বাঁধন (রশিদের ছেলে) ৪১ নং ওয়ার্ড কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক।

এ ছাড়া এই পরিবারে সদস্য যারা ওয়ান্ডার্স ক্লাব ও নারিন্দা জুনিয়র ক্লাবের সঙ্গে জড়িত রয়েছেন তারা হলেনথ- পাভেল রহমান ৪০ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি (ম্যানেজার ওয়ান্ডারার্স ক্লাব), মো. আসলাম ৪০ নং ওয়ার্ডের ক্রীড়া সম্পাদক, জাহাঙ্গীর আবদুল্লাহ ৪০ নং ওয়ার্ডের যুগ্ম সম্পাদক, মো. রাজ্জাক ৪০ নং ওয়ার্ডের বন ও পরিবেশ সম্পাদক, মো. হারুন ৪০ নং ওয়ার্ড কমিটির ২২ নং নির্বাহী সদস্য, আফতাব উদ্দিন আফতাব ৪১ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক, মো. তারেক ৪১ নং ওয়ার্ডের কৃষিবিষয়ক সম্পাদক, মো. রতন ৪১ নং ওয়ার্ডের ধর্মবিষয়ক সম্পাদক, মনজুরুল কাদের মামুন ৪১ নং ওয়ার্ড কমিটির সাংস্কৃতিক সম্পাদক, মিজানুর রহমান মিজান ৪১ নং ওয়ার্ড কমিটির যুব ও ক্রীড়া সম্পাদক, মো. মঞ্জু ৪১ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সদস্য, কুসুবউদ্দীন ৪১ নং ওয়ার্ড সদস্য, আসাদউল্লাহ আসাদ ৪০ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি।

সারোয়ার হাসান আলো ৪১ নং ওয়ার্ডের সাধারণ সম্পাদক ও কাউন্সিলর। শহীদুল্লা মিনু গেরিয়া থানা আওয়ামী লীগের সভাপতি।

সুত্র- বিডি প্রতিদিন

[redacted]

[redacted]

ষড়যন্ত্রেও মাধ্যমে মনগড়া ও নিজ পছন্দের ব্যক্তিকে ভোটার হিসেবে অন্তভুক্ত করিয়া এবং অপছন্দের ব্যক্তি ভোটার হিসেবে অন্তভুক্ত না করিয়া ভোটার তালিকা প্রনয়ন করে। এ অবৈধ কাজের প্রতিবাদ করলে প্রধান শিক্ষক ক্ষিপ্ত হয়ে মশিউর রহমান হাসানকে আজীবন দাতা সদস্য না করেই ভোটার তালিকা থেকে বাদ দিয়ে ভোটার তালিকা প্রনয়ন করেন। এছাড়া বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদের মেয়াদ উর্ত্তীণের ৮০ দিন পুর্বে সকল শ্রেনীর সদস্য পদের জন্য পূথক পূথক খসড়া ভোটার তালিক প্রনয়নের বিধান থাকলেও তা করেনি প্রধান শিক্ষক মনিরুল ইসলাম। অপরদিকে বিদ্যালয় অধ্যয়নরত সকল শিক্ষার্থীর অভিভাবককে ভোটার তালিকায় অন্তভুক্ত করার বিধান থাকলেও প্রধান শিক্ষক মনিরুল ইসলাম তা করেনি। এমনকি নোটিশ বোর্ডের ভোটার তালিকা টাঙ্গানো হয়নী।

মামলার আরজিতে আরো বলা হয়েছে,প্রধান শিক্ষক মনিরুল ইসলাম তার পছন্দের ব্যক্তিকে ম্যানিজিং কমিটির সদস্য করার জন্য পরিকল্পিত ভাবে ৬ষ্ট শ্রেনী থেকে ১০ম শ্রেনী পর্যন্ত ৬৩ জন ছাত্রছাত্রী এবং তাদের অভিভাবকের নাম ভোটার তালিকায় ভুলভাবে লিপিবদ্ধ করেছে। এছাড়া ২ নং বিবাদী গাংনী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মীর হাবিবুল বাশার খেয়াল খুশিমত ঈদুল আজহার ছুটিতে দৈনিক চুয়াডাঙ্গা পত্রিকায় গত ৮ আগষ্ট তফশিলের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে।

তফসিল অনুযায়ী মনোনয়ন পত্র উত্তোলন ও জমা ৯,১০ ও ১১ আগষ্ট। বাছাই ১৪ আগষ্ট ও প্রত্যাহার ১৬ আগষ্ট ভোট গ্রহন ২৯ আগষ্ট। অপরদিকে ভুয়া ভোটারদের দিয়ে নির্বাচন কার অভিযোগে নির্বাচন বাতিল চেয়ে হাইকোর্টে একটি রিট করেছেন জামিরুল ইসলাম নামের এক অভিভাবক সদস্য। রিট নং ৯৯৬৫/২০১৯। রিটটি শুনানীর জন্য অফেক্ষমান রয়েছে। ১ নং বিবাদী প্রধান শিক্ষক মো: মনিরুল ইসলামের মোবাইল ফোনে কল দিলে বন্ধ পাওয়া যায়।

আমরা খুবই সফলভাবে ডেঙ্গু মোকাবেলা করেছি:

[redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted], ‘[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]’

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] ‘[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]’ [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted] [redacted], ‘[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [

ফার্মাসিউটিক্যালস ইন্ডাস্ট্রিজের সহ-সভাপতি মোসাদ্দেক হোসেন বক্তব্য দেন।

নিজস্ব প্রতিনিধি

‘মসজিদের নগরীকে ক্যাসিনোর শহর বানানো হয়েছে’

মসজিদের শহর ঢাকাকে এখন ক্যাসিনোর শহরে পরিণত করা হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. আবদুল মঈন খান। তিনি বলেছেন, মিথ্যা উন্নয়নের নামে দেশের মানুষের সঙ্গে প্রতারনা করা হয়েছে। আজকে ঢাকা শহরকে জুয়াড়িদের শহরে পরিণত করেছে সরকার।

বৃহস্পতিবার রাজধানীর জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে এক মানববন্ধনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার মুক্তি দাবিতে এই মানবন্ধনের আয়োজন করে ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ-ড্যাব।
ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারের সমালোচনা করে মঈন খান বলেছেন, ক্ষমতার দম্ভ দিয়ে মানুষের মন জয় করা যায় না। অতীতে পাকিস্তানিরাও পারেনি। আপনারাও করতে পারবেন না।

খালেদা জিয়ার মুক্তি দাবি করে তিনি বলেন, গণতন্ত্রের অতন্দ্র প্রহরী দেশনেত্রী খালেদা জিয়ার অবিলম্বে মুক্তি দাবি করছি। যিনি সুদীর্ঘ ৩৫ বছর ধরে গণতন্ত্রের লড়াই করছেন। মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে সম্পূর্ণ অন্যায় ভাবে কারাগারে বন্দি রাখা হয়েছে। কারণ তিনি গণতন্ত্রের কথা বলেন। এ জন্যই তাকে কারাবন্দী করা হয়েছে। সরকার হয়তো ক্ষমতার লোভে অন্ধ হয়ে নির্বাচন, প্রশাসন, ও অর্থনীতি সবকিছু দখল করে রেখেছে। কিন্তু ক্ষমতার দম্ভ দিয়ে মানুষের মন জয় করা যায় না। পাকিস্তানিরাও পারেনি। এই সরকারও পারবে না।

আবদুল মঈন খান বলেন, বেগম জিয়াকে চিকিৎসার মত মৌলিক অধিকার থেকেও বঞ্চিত করা হয়েছে। সেজন্য চিকিতসকেরা আজকে মৌলিক অধিকার

পুনরুদ্ধারের জন্য রাস্তায় নেমেছেন। দেশনেত্রীর জামিন না দেয়ার জন্য সরকারকে জবাবদিহি করতে হবে।
দেশে গণতন্ত্র নেই দাবি করে তিনি বলেন, বাংলাদেশকে একদলীয় শাসন ব্যবস্থায় পরিণত করেছে। আসুন আমরা গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার করে দেশনেত্রীর মুক্ত করি।

মানবন্ধনে বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল বলেন, আওয়ামী লীগের দুই কান নষ্ট। কথা বললে তারা শোনে না। তারা কয়লা ময়লা, পাথর ব্যাংক বীমা সবই খায়। কিছু ভালো কাজের জন্য আমরা তাদের প্রশংসা করি। কিন্তু যখন দেখি তাদের সামনে দিয়ে চোর ডাকাত ছিনতাইকারী চলে যায় তখন ব্যাথা পাই। তাই দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি ছাড়া দেশের অনিয়ম দূর বা বন্ধ করা যাবে না।

বিএনপির আরেক যুগ্ম মহাসচিব হাবিব-উন নবী খান সোহেল বলেন, দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে অন্যায়ভাবে মিথ্যা মামলায় সাজানো রায় দিয়ে কারাগারে বন্দি করে রেখেছে অবৈধ সরকার। আজকে দেশের ষোলো কোটি মানুষ তার মুক্তি চায়। কারণ বেগম জিয়া ছাড়া দেশের মানুষ অনিরাপদ। বেগম খালেদা জিয়াকে কারাগারে নেয়ার পর দেশের গণতন্ত্র ও মানবিক মূল্যবোধকেও কারাগারে নেয়া হয়েছে। মানুষের ভোটাধিকার হরণ করা হয়েছে। নির্বাচনের নামে মধ্যরাতের সার্কাস করা হচ্ছে। অবিলম্বে দেশনেত্রীর মুক্তি দিতে হবে।
তিনি বলেন, রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে ঠেলে দিয়ে বাংলাদেশকে ডাম্পিং ল্যান্ড বানানো হয়েছে। আবারো আসামের নাগরিকদের বাংলাদেশে ঠেলে দেয়ার চক্রান্ত চলছে।

দেশের সর্বত্র লুটপাট চলছে মন্তব্য করে তিনি বলেন, দেশের সবচেয়ে পুরোনো ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগ ছাত্র রাজনীতিকে কলংকিত করেছেন ছাত্রলীগ। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তারা চাঁদাবাজি করেছে।

রাজধানী এখন ক্যাসিনোর শহর মন্তব্য করে তিনি বলেন, আমরা জানতাম মসজিদের শহর ঢাকা। অথচ এখন তা অবৈধ সরকারের ডিজিটাল উন্নয়নের খপ্পরে পরে ক্যাসিনোর শহরে পরিণত হয়েছে। আরো রহস্য উদঘাটন হচ্ছে। ক্যাসিনোর টাকা শুধু যুবলীগের নেতারা পান না। এই টাকা আওয়ামী লীগের বড় বড় নেতাদের বাসায় যায়। তাদেরকেও খুঁজে বের করতে হবে। বাকি যত ক্যাসিনো আছে সে সব চিরতরে বন্ধ করুন। না হলে জনগণ বুঝবেন এ সব লোক দেখানো এবং তারা নিজেই সে সব বন্ধ করবে।

ড্যাবের সভাপতি অধ্যাপক ডা. হারুন আল রশিদের সভাপতিত্বে ও

মহাসচিব অধ্যাপক ডা. আবদুস সালামের পরিচালনায় মানববন্ধনে আরও বক্তব্য রাখেন বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতা শামীমুর রহমান শামীম, ড্যাবের কোষাধ্যক্ষ ডা. শাকিল, সহসভাপতি ডা. শহিদুল ইসলাম সিরাজ, দফতর সম্পাদক ফখরুজ্জামান ফখরুল, মাসুদ রানা, রংপুর বিভাগের সহ সাংগঠনিক সম্পাদক ডা. মারুফ হাসান, শহিদুল ইসলাম, ডা. শেখ ফরহাদ, ডা. বদর উদ্দিন, যুগ্ম মহাসচিব ডা. রফিকুল ইসলাম, ডা. একেএম ফরিদ উদ্দিন, ডা. মেহেদী হাসান প্রমুখ।

নিজস্ব প্রতিনিধি

‘ভৌতিক’ কোনো বিলে স্বাক্ষর করা যাবে না

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জাহিদ মালেক বলেছেন, স্বাস্থ্য খাতের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল ঠিকাদারী কাজের গুণগত মান বুঝে নিয়ে তারপরই সব বিল পরিশোধ করা হবে।

গতকাল বৃহস্পতিবার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে সরকারি হাসপাতালের পরিচালক, অধ্যক্ষ ও ইনস্টিটিউটের পরিচালকদের সাথে দেশের স্বাস্থ্যসেবার দৃশ্যমান অগ্রগতির পর্যালোচনা বিষয়ক মতবিনিময় সভায় সভাপতির বক্তব্য তিনি এ কথা বলেন।

জাহিদ মালেক বলেন, সরকারি হাসপাতালে বিভিন্ন ঠিকাদারীর কাজ না করেই তার বিল করে টাকা তুলে নেওয়ার দিন শেষ হয়ে গেছে। প্রতিটি হাসপাতাল সহ স্বাস্থ্য খাতের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল ঠিকাদারী কাজের গুণগত মান বুঝে নিয়ে তারপরই ঠিকাদারদের সব বিল পরিশোধ করতে হবে। অযৌক্তিক বা ভৌতিক কোনো বিলে কোনোভাবেই স্বাক্ষর করা যাবে না।

দেশের মেডিক্যাল শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, দেশের মেডিক্যাল শিক্ষার্থীদের হাসপাতালে থাকার জন্য আলাদা ভাবে উন্নত সুযোগ সুবিধা সংবলিত ডরমেটরি নির্মাণ করে দেওয়া হবে।

স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের সচিব মো. আসাদুল ইসলাম, স্বাস্থ্য শিক্ষা বিভাগের সচিব শেখ ইউসুফ হারুন, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. আবুল কালাম আজাদ, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক বিগ্রেডিয়ার জেনারেল এ কে এম নাসির উদ্দিন, শেখ হাসিনা বার্ণ ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউট-এর প্রধান সমন্বয়ক ডা. সামন্ত লাল সেন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

নিজস্ব প্রতিনিধি

অনিয়ম দেখলেই ব্যবস্থা নিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী : তথ্যমন্ত্রী

তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী যেখানে দুর্নীতি বা অনাচার দেখছেন সেখানেই ব্যবস্থা নিচ্ছেন। তিনি দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি নিয়ে দেশ পরিচালনা করছেন। সে কারণে ছোট খাটো দুর্নীতি হলেও সেটির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। কোনো জায়গায় কমিশন খাওয়ার আলোচনা হলেও ব্যবস্থা নিচ্ছেন। এবং কে কোন দলের লোক সেটা দেখা হচ্ছে না।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেল ৩টায় রাজধানীর জাতীয় প্রেস ক্লাবের জহুর হোসেন চৌধুরী হলে বঙ্গবন্ধুর ওপর প্রকাশিত দুটি বইয়ের প্রকাশনা উৎসবে এ কথা বলেন তিনি।

বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের সমালোচনা করে তিনি বলেন, ফখরুল সাহেব বিবৃতি দিয়েছেন যে তাদের ‘যুবদলের কয়েক জন নেতাদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে’। শুধু যুবদল নয় যুবলীগের নেতাদেরকেও গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। সুতরাং যেখানে কোনো ধরনের অনিয়ম পাওয়া যাচ্ছে, সেখানেই ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

তথ্যমন্ত্রী বলেন, বিএনপির আমলে দেশ পাঁচবার দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। খালেদা জিয়া দুর্নীতিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়ে ছিলেন। তিনি নিজেও কালো টাকা সাদা করেছেন। তার অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমানও কালো টাকা সাদা করেছেন। হাওয়া ভবন নির্মাণ করে

যেকোনো ধরনের কাজে ১০ শতাংশ কমিশন বাণিজ্য করেছেন বিএনপির বর্তমান ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান।

এর আগে অধ্যাপক ড. আব্দুল মান্নান রচিত ‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ও মুক্তিযুদ্ধে মুজিব বাহিনী’ এবং নুর উন নাহার মেরি রচিত ‘আমার চেতনায় বিশ্বনেতা বঙ্গবন্ধু’ বইয়ের এই মোড়ক উন্মোচন ও প্রকাশনা উৎসবের আয়োজন করে অমর প্রকাশনী।

সাবেক সচিব সৈয়দ মার্গুব মোরশেদের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় রাখেন মাই টিভির সিনিয়র সাংবাদিক মানিক লাল ঘোষ, বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোটের অরুণ সরকার রানা, ঢাকা মিডিয়া ক্লাবের সভাপতি অভি চৌধুরী প্রমুখ।

মেপ্র/ নিজস্ব প্রতিনিধি